২৩) অশোকের ধম্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

→ মানব ধর্মের প্রচারক ও অহিংস নীতির প্রচারকরূপে মৌর্যসম্রাট অশোক ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। কলহনের রচনা থেকে জানা যায় কলিঙ্গ যুদ্ধের সময় পর্যন্ত অশোক শৈব ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ প্রাণহানী লক্ষ লক্ষ বেদনা তাঁর হৃদয়কে বিচলিত করে এবং পরে পরিবর্তীত হয়। অশোকের ~~প্রধান ও দ্বি~~ প্রথম ও দ্বিতীয় অপ্রধান শিলালেখ থেকে জানা যায় কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁকে শান্তিকামী করে তোলে, এবং এইসময় থেকেই তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন।

অশোক তাঁর শিলালিপিতে ধর্মের পরিবর্তে 'ধম্ম' শব্দটি ব্যবহার করেন। বিভিন্ন লেখতে উৎকীর্ণ অশোকের ধম্ম শব্দটির বিশ্লেষণ সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে – অশোকের ধম্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম এক নয়। এদের সমর্থনে যে যুক্তি দেয় যে অশোক ব্যক্তিগতভাবে বৌদ্ধ শব্দটি উল্লেখ করেছেন, এবং সেখানে যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তাকে পুরোপুরি বৌদ্ধধর্ম বলা যায় না কারণ বৌদ্ধধর্মের যে প্রধান অনুশাসন যেমন– অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ, আর্যসত্য, সংঘ ব্যবস্থা প্রভৃতির উল্লেখ করেননি। পন্ডিতেরা আরও যুক্তি দিয়েছেন যে অশোক তাঁর কিছু লেখে ব্যক্তিগত ধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন।

অশোক তাঁর বিভিন্ন লেখতে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত কিছু নীতি ও আদর্শের ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুত ধর্ম ছিল অশোকের রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার ফসল। এবং এটি ছিল তাঁর পাথে ব্যবহারিক, সুবিধাজনক ও নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি স্বতন্ত্র আদর্শ। অশোকের ধর্মে দ্বৈত সত্তার কথা পাওয়া যায়। একটি ছিল তাঁর ব্যক্তি সত্তা অন্যটি ছিল শাসকের। অশোক ছিলেন বৌদ্ধধর্মের সমর্থক ও প্রচারক কিন্তু শাসক অশোক ছিলেন তার সঙ্গে ভাবিত ধর্মের প্রচারক।

অশোকের ধর্ম ছিল সহজ, সরল ও আড়ম্বর বর্জিত। আচার-অনুষ্ঠানের জটিলতা বা গভীরতা তাতে ছিল না। তিনি এতে কিছু দার্শনিক তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেন। জনসাধারণের ন্যায় ধর্মীয় আচরণের ওপর অধিক জোর দেন। তৃতীয় শিলালেখ থেকে জানা যায় ব্যক্তিজীবনকে পরিশুদ্ধ করার জন্য কতগুলি আদেশ পালন করা উচিত। যথা- (i) দান করা, (ii) সত্যকথা বলা, (iii) ভদ্রতা রক্ষা করা, (iv) সৎকর্ম করা ও (v) চারিত্রিক কুশলতা মুক্ত রাখা।

অশোকের ধর্ম ছিল তাঁর অভিনব আবিষ্কার। এই ধর্ম ছিল হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়ে একটি নৈতিক নীতিগত নির্দেশনামা। এই ধর্ম ছিল তাঁর রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ বিশেষ। এই ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে তিনি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বলবানের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এই জোর নীতিবোধের প্রসার ও প্রচলনের মধ্য দিয়ে তিনি সমাজে এক নৈতিক পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে সব সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে সহযোগে বসবাস ও নৈত জীবনধারণ করতে পারে।